অলৌকিক প্রত্যক্ষ Date:30.11.2021

Course : GE-1

1st Semester

Pranab Kirtunia

Assistant Professor

Department of Philosophy

Bejoy Narayan Mahavidyalaya

West Bengal

অলৌকিক প্রত্যক্ষ

- অলৌকিক প্রত্যক্ষ: সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ, জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ, যোগজ প্রত্যক্ষ।

অলৌকিক প্রত্যক্ষ

অলৌকিক সন্নিকর্ষ –এর ফলে যে প্রত্যক্ষ হয় তাকে অলৌকিক প্রত্যক্ষ বলা হয়। অলৌকিক প্রত্যক্ষ তিন প্রকারঃ সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ, জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ এবং যোগজ প্রত্যক্ষ।

অলৌকিক প্রত্যক্ষ

একাধিক ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে যে সমান ধর্ম তাকেই বলা হয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর সামান্য ধর্ম। এই সামান্য ধর্মের মাধ্যমে একটি জাতিকে অন্য জাতি থেকে পৃথক করা হয়। যেমন 'মনুষ্যত্ব' জাতি থেকে 'গোত্ব' জাতি আলাদা। এই 'মনুষ্যত্ব' সামান্যধর্ম সমস্ত মানুষের মধ্যে সমানভাবে বিদ্যমান।

অলৌকিক প্রত্যক্ষ

যে প্রত্যক্ষে কোন জাতির অন্তর্গত কোন একজন সদস্যের সামান্য ধর্ম প্রত্যক্ষ করে, সেই সামান্য ধর্মের উপর ভিত্তি করে সেই জাতির সকল সদস্যকে প্রত্যক্ষ করা হয় সেটা হল সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ। এক্ষেত্রে ‘মনুষ্যত্ব’ ধর্মের প্রত্যক্ষের মধ্যে দিয়ে মনুষ্যত্ব বিশিষ্ট সকল মানুষকে প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে অর্থাৎ ‘মনুষ্যত্ব’ সামান্য ধর্মের উপর ভিত্তি করে সকল মানুষকে প্রত্যক্ষ করাই হল সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ। এক্ষেত্রে সকল মানুষকেই সরাসরি প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে না ‘মনুষ্যত্ব’ সামান্য ধর্মের প্রত্যক্ষের মধ্যে দিয়ে অলৌকিক উপাযয়ে মনুষ্যত্ব বিশিষ্ট সকল মানুষকে প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে, তাই এই প্রত্যক্ষকে বলা হয় সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ।

সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ

জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ হলো একটি অলৌকিক প্রত্যক্ষ। প্রতিটি ইন্দ্রিয়র নিজস্ব ক্ষমতা আছে । প্রতিটি ইন্দ্রিয় নির্দিষ্ট কোন গুণ প্রত্যক্ষ করতে পারে । যদি কোন একটি ইন্দ্রিয় দ্বারা এমন কোন গুণকে প্রত্যক্ষ করা হয় যে গুনটি প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয় সক্ষম নয় তাহলে বলতে হয় এটি হলো জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ । এক্ষেত্রে পূর্ব জ্ঞানের উপর নির্ভর করে এই প্রত্যক্ষ হয়। তাই এই প্রত্যক্ষকে বলা হয় জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ । যেমন চক্ষু দ্বারা রূপ গুণকে জানতে পারি । নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ গুণকে জানতে পারি ।

জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ

ত্বক দ্বারা স্পর্শ গুণকে জানতে পারি। কিন্তু যখন চক্ষু ইন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ জ্ঞান হয় তখন আসলে পূর্ব জ্ঞানের উপর নির্ভর করেই এটি সম্ভব হয়। পূর্বে 'ত্বক' ইন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ করে বরফের গুন 'ঠান্ডা' এটি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হয় হয়েছে। এবং পরবর্তীকালে চক্ষু দ্বারা বরফের 'ঠাণ্ডা' গুণ জানা সম্ভব নয় তথাপিও 'ত্বক' ইন্দ্রিয় দ্বারা পূর্বে প্রাপ্ত জ্ঞানের উপর নির্ভর করেই বরফের 'ঠাণ্ডা' গুণকে আমরা অলৌকিক উপায়য়ে প্রত্যক্ষ করতে পারি। তাই একে জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ বলে।

জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ

এই প্রত্যক্ষ চক্ষু দ্বারা লৌকিক উপায়ে হয় না অলৌকিক উপায়ে হয়। মনোবিদ সালির মতে এই হল অর্জন করা প্রত্যক্ষ।

যোগজ প্রত্যক্ষ

যোগজ প্রত্যক্ষঃ যোগীরা যোগ সাধনার মাধ্যমে অলৌকিক উপায়ে দূরবর্তী, নিকটবর্তী ,অতীত , বর্তমান , ভবিষ্যৎ ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করতে পারেন, এদের এই প্রত্যক্ষকে বলা হয় যোগজ প্রত্যক্ষ। বিষয়ের সাথে সরাসরি ইন্দ্রিয়র সন্নিকর্ষ হয় না, অলৌকিক উপায়ে হয় এই প্রত্যক্ষ। ।

যোগজ প্রত্যক্ষ

যোগীদের এই প্রত্যক্ষের দুটি ভাগ আছেঃ যুক্ত বা সিদ্ধ এবং যুঞ্জান। যোগসাধনায় যুক্ত বা সিদ্ধ যোগীরা পূর্ণতা লাভ করেছেন। এদের প্রত্যক্ষ নিত্য। যোগসাধনায় পূর্ণতা লাভের জন্য সাধনায় মগ্ন যোগীর প্রত্যক্ষ হল যুঞ্জান । এদের প্রত্যক্ষ নিত্য নয় তবে এরা গভীর মনোযোগের মাধ্যমে নিত্য প্রত্যক্ষ করতে পারে। যোগ,মীমাংসা ও বেদান্তীরা যোগজ প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন।

অলৌকিক প্রত্যক্ষ

যাই হোক আমরা এই ক্লাসে বিভিন্ন ধরনের প্রত্যক্ষের আলোচনা করলাম। তবে ন্যায় মতে প্রত্যক্ষ হল প্রথম এবং প্রধান প্রমাণ, এর উপর নির্ভর করছে পরবর্তী প্রমাণগুলো।

প্রত্যক্ষ (ন্যায় দর্শন)

যে প্রশ্নগুলো আলোচনা করা হয়েছে

১) অলৌকিক সন্নিকর্ষ কাকে বলে?

২) অলৌকিক সন্নিকর্ষ কয় প্রকার ও কি কি?

৩)সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ কাকে বলে?

৪) জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ কি?

প্রত্যক্ষ (ন্যায় দর্শন)

যে প্রশ্নগুলো আলোচনা করা হয়েছে

৫) যোগজ প্রত্যক্ষ কাকে বলে?

৬) যোগজ প্রত্যক্ষ কয়প্রকার ও কি কি ?

৭) যুক্ত বা সিদ্ধ যোগী কারা ?

৮) যুঞ্জান যোগী কারা ?

প্রত্যক্ষ (ন্যায় দর্শন)
সহায়ক গ্রন্থসমূহ

ন্যায় দর্শন ফণিভূষণ তর্কবাগীশ – পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

ন্যায় বৈশেষিক দর্শন, করুনা ভট্টাচার্য ।

ভারতীয় দর্শন, নীরদবরণ চক্রবর্তী।

ভারতীয় দর্শন, এন মুখার্জি, কলকাত, বাণী প্রকাশন

ভারতীয় দর্শন, সুতপা বসু, কলকাতা, শ্রীধর প্রকাশনী

ভারতীয় দর্শন, সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য

THANK YOU